

কৃষকের মুখে হাসি ফুটিয়েছে ইয়ুথ ইউনিট



সামনে ‘আমফান’ নামের এক ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় আর দারিদ্র ধ্বংস করে দিতে পারত মটমুড়া গ্রামের দরিদ্র কৃষকের সোনালী ফসল। ঠিক এই মুহুর্তে গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের মটমুড়া গ্রামের দরিদ্র কৃষক লিখন মিয়ার মুখে হাসি ফুটিয়েছে মটমুড়া ইয়ুথ ইউনিটের ছয় জন সদস্য। গত ১৮ মে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে ২৪ শতক জমির ধান কেটে, বেঁধে, বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে মটমুড়া ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যরা। শুধু করোনাভাইরাসই নয় বরং ঘূর্ণিঝড় ‘আমফান’ থেকে ফসল বাঁচাতে এই উদ্যোগ।

অন্যদিকে গত ১৫-১৭ মে চার জন দরিদ্র কৃষকের চার বিঘা পাটের জমির আগাছা পরিষ্কার করে দেয় ইয়ুথ সদস্যরা। এস এম সোহেল রানা, মুকুল চৌধুরী, আলমামুন সজীব, বি এম হাসানুজ্জামান, ফয়সাল ও আবির হোসেনদের এমন উদ্যোগ মুখে হাসি ফুটিয়েছে। কৃষক লিখন মিয়া বলেন ফসল প্রাপ্তির আনন্দের চেয়ে বড় কোনো আনন্দ আমার জীবনে নেই। এলাকার মানুষ তাদের এই কার্যক্রমের প্রশংসা করছেন।



পার্থ দাশ এর নেতৃত্বে শিক্ষা কার্যক্রম

বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার চাঁদেরচোন গ্রামে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেট বা টেলিভিশন সুবিধা নেই। কোভিড-১৯ সংক্রামণের কারণে তাদের বিদ্যালয় বন্ধ। পড়ালেখার সাহায্যের জন্য বেতাগা ইউনিয়নের পার্থ দাশ সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নিজ বাড়ির কাছাকাছি ১০ জন ছেলে মেয়েকে নিয়ে ১ মে থেকে নিয়মিত নিজ বাড়িতে পাঠদান করে যাচ্ছেন। এতে করে অভিভাবকগণ এ ধরনের কার্যক্রমে খুব সন্তোষ প্রকাশ করছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না খোলা পর্যন্ত তার এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে পার্থ প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।



নিত্যপণ্যের নির্ধারিত মূল্য ঠিক রাখতে ইয়ুথের ভূমিকা

সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার দক্ষীন শ্রীপুর ইউনিয়নের ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের স্বেচ্ছাশ্রমী নেতা রবিউল ইসলাম ও রফিকুলের নেতৃত্বে নিয়মিত বাজারে নিত্যপণ্যের নির্ধারিত দাম ঠিক আছে কিনা বা ব্যাসায়ীরা নিত্যপণ্যের দাম গ্রাহকের কাছে সঠিক ভাবে রাখছে কিনা-সে বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন। পণ্যের নির্ধারিত মূল্য থেকে বেশি মূল্য নিলে হলে সেটা স্থানীয় প্রশাসনকে অবগত করছে। তাদের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে স্থানীয় তরুণদের মধ্য এক ধরনের সমাজের জন্য কাজ করার ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়েছে এবং স্থানীয় জনগণ ইয়ুথ লিডারদের কার্যক্রমকে সমর্থন জানিয়েছে।

